দৈনিক
ইনকিলাব

09 DEC 2008

১৪ হাজার ২শ' গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

১০ লাখ শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের ১৪ হাজার ১৯৯টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে কমপক্ষে ১০ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রাথমকি গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের জরিপ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, এখান থেকে ২ হাজার গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার পরিকল্পনা চলতি অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এক অর্থবছরের সব (২ হাজার) প্রাথমিক বিদ্যালয় করা সম্ভব নয়। এ জন্য পর্যায়ক্রমে তা করা হবে। পাশাপাশি এ খাতে এনজিওগুলোকে এসব গ্রামে অগ্রাধিকার

পৃঃ ১৫ কঃ ৭

প্রাথমিক বিদ্যালয়

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হবে।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, যেসব গ্রামে কমপক্ষে ২ হাজার বাসিন্দা আছে সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা। এ ১৪ হাজার ১৯৯টি গ্রামের মধ্যে ২ হাজারেরও বেশি গ্রাম রয়েছে যেখানে জনসংখ্যা ২ হাজারেরও বেশি। আমরা এই ২ হাজার গ্রামে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছি। বাকি গ্রামগুলোতে জনসংখ্যা কম হওয়ায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলো হচ্ছে- চরাঞ্চল, চা বাগান, পাহাড়ি এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। তিনি বলেন, সারাদেশে ৬৮ হাজারেরও বেশি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে ৫৩ হাজার ৮০১টি গ্রামে ৮০ হাজার ৪০০ বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭৩৫টি। বাকিগুলো সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা।

এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণিত এবং ইংরেজি শিক্ষকদের টোফেল'র মত পরীক্ষা নেয়া হবে। এতে যারা কৃতকার্য হবে তাদের বাড়তি বেতন দেয়া হবে। রাশেদা কে চৌধুরী জানান, রাষ্ট্রীয় পদকপ্রাপ্ত দু'শতাধিক বিশিষ্ট জনকে ইন্টেলেকচুয়াল ইমপর্টেন্ট পারসন (আইআইপি) হিসেবে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব খুব শিগগিরই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে। সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।